আমাদের সংস্কৃতি: প্রাসঙ্গিক কথা

মুক্তার হোসেন

এখন বিশ্বায়নের যুগ। মোবাইলের কয়েকটি বাটন চাপলেই ইচ্ছেমতো পৃথিবী ভ্রমণ করা যায়। কল্পনার মতো দ্রুত সবকিছুই চলে আসে চোখের সামনেই। সাহিত্য-সংস্কৃতিও বিশ্বায়নের মতো বদলে যাচ্ছে। কোনো একটা দেশ কিংবা জাতির হাজার বছরের ঐতিহ্য ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে। নতুন প্রজন্ম বুঝতেই পারছে না কোনটা তাঁর নিজস্ব সংস্কৃতি আর কোনটা বিদেশি। সবকিছুই তাঁর কাছে এক মনে হচ্ছে। এই মিশ্র সংস্কৃতি প্রজন্মকে তাঁর নিজস্বতা চিনতে দিচ্ছে না।

কয়েক বছর আগেও আমাদের সংস্কৃতির সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম 'কথা সাহিত্যে' যে-ধরনের আবেগ জড়ানো, মায়া জড়ানো, ভালোবাসা জড়ানো কাল্পনিক চরিত্র উঠে আসত, সেইসব চরিত্র দেদারসে পাঠক গ্রহণ করত। যে কথাশিল্পী যত বেশি কাল্পনিক অথবা রূপকথার মতো গল্প লিখতে পারত, সে তত জনপ্রিয় হয়ে যেত।

এখন আর রূপকথা কিংবা আবেগ জড়ানো গল্পের সাহিত্য পাঠককে খুব একটা টানে না। তার চেয়ে বরং কল্পবিজ্ঞান, রান্না-বান্না, প্রবন্ধ, ধর্ম এবং গবেষণামুখী বইয়ের প্রতি পাঠকের চাহিদা বেশি। তার মানে যেটা তাঁর প্রয়োজন সেটা নিচ্ছে। আবেগ, রূপকথা, আর কল্পনার প্রতি পাঠকের আগ্রহে ভাটা। মানে মানুষের কল্পনার জগৎটাই সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে। আর কল্পনার জগৎ যত ছোটো হবে, মানুষও তেমন সঙ্কুচিত হয়ে যাবে, আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাবে। ভালো করে লক্ষ করলে তার প্রভাব আমরা ইতোমধ্যেই আমাদের চারপাশে দেখতে পাব।

এর থেকে উত্তরণের পথ কিংবা দায়িত্ব কবি-সাহিত্যকদের উপরই বেশি বর্তায়। সমাজে, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব আর নমনীয় মনোভাব গড়ে তুলতে কথাসাহিত্য অনেক বড় ভূমিকা রাখতে পারে। সেইসঙ্গে প্রয়োজন এই প্রজন্মকে বইমুখী করে তোলা। বইয়ের পাতা উল্টিয়ে, বইয়ের ঘ্রাণ নিয়ে পড়তে পড়তে যে-আনন্দ আর জ্ঞান অর্জন করা যায়, 'ভার্চুয়াল স্ক্রিনে' তা কখনই সম্ভব নয়। এমনকি ভালো একটা বই বুকে নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমানোর মধ্যেও আছে এক ধরনের শান্তি। তাই আমাদের বইমুখীই হতে হবে।

আর তার জন্যই প্রয়োজন প্রতিটি গ্রামে, মহল্লায় পাঠাগার স্থাপন এবং সেখানে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা। আমাদের সমাজে পাঠক সৃষ্টি করতে পারলে কমত সামাজিক অস্থিরতা, অবক্ষয়। বাড়ত হৃদ্যতা, জ্ঞানেগুণে মানুষ হয়ে উঠত নৈতিক চরিত্রবান। নৈতিক সংকট থেকে উত্তরণের পথ বই, বই এবং বই।